মেহেরপুরে এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী প্রেস ক্লাবে কেক কেটে বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে এনটিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাসার তাপসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উল দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এনটিভি বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশের গণমাধ্যমে আস্থার প্রতীক হিসেবে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

পরে অতিথি ও সাংবাদিকরা এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়ায় বিরোধের জেরে বিষ প্রয়োগে ফসল বিনষ্টের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বিষ প্রয়োগ করে ফসল বিনষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মোল্লা পাড়ার শামসুদ্দিনের ছেলে বাদলের সাথে একই পাড়ার আঃ রহমানের ছেলে সুজন, হাসান এবং মৃত শাহাদতের ছেলে মান্নানের মধ্যে গত এক বছর ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে।

এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার শালিস-বৈঠকও হয়েছে। শালিসে বাদলের পক্ষে রায় হলেও সুজন ও তার লোকজন প্রথমে তা মেনে নিয়ে পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে দু’পক্ষের মধ্যে বিরোধ আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

বাদলের অভিযোগ, এই বিরোধের জেরে গত বুধবার (১ জুলাই) দুপুরে প্রতিপক্ষ সুজন, হাসান ও মান্নান মোল্লাপাড়ার বেন্জন মাঠে তাঁর এক বিঘা জমিতে বিষ ও এসিড প্রয়োগ করে। এতে জমিতে থাকা সম্পূর্ণ লিপিয়ারা ঘাস ও ধনচে ফসল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এতে তাঁর লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে দাবি করে বাদল বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বাদল আরও জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার (৩ জুলাই) বিকেলে গাংনী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) অঙ্কুশ ঘটনাস্থল তদন্তে যান। পুলিশ তদন্তে এলে সুজন ও হাসান গ্যাং উল্টো বাদী পক্ষকে প্রকাশ্যে হুমকি-ধমকি প্রদান করে।

এ বিষয়ে জানতে প্রতিপক্ষ সুজন ও তাঁর লোকজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী জানান, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশি তদন্ত চলমান রয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সভাপতি গনি-উল-আজম, আহসান

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

নতুন কমিটির পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান এবং নবগঠিত কমিটির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করেন।

দায়ীদের আড়াল করে উল্টো প্রধান শিক্ষককে শোকজ

মেহেরপুরের গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার ঘটনায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, উল্টো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। শিশুদের খাদ্য নিয়ে এই অনিয়ম ও পরবর্তীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঘিরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সচেতন মহলে তীব্র ক্ষোভ ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে চলতি বছরের ২৯ মার্চ থেকে গাংনী উপজেলার ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় পাউরুটি, কলা, ডিম, দুধ ও বিস্কুট সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে সাতক্ষীরার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’ এনজিও।

গত ১ জুলাই পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি বিতরণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে শিক্ষা প্রশাসন। অভিযোগ রয়েছে, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদের সাথে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সখ্যতা থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, শুরু থেকেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহের অভিযোগ ছিল। শিক্ষকরা

বারবার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও কোনো সমাধান মেলেনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ‘সুশীলন’-এর এক কর্মকর্তা জানান, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ‘মাসোহারা’ না দিলে বিল উত্তোলনে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই তাদের সন্তুষ্ট রেখেই এই ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “খাদ্যের মান নিয়ে অনিয়ম ধরিয়ে দেওয়া কি আমার অপরাধ হয়েছে? সত্য কথা বলায় আমাকে এখন শোকজ খেতে হলো।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদের কাছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কেন প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হলো জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

অন্যদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মৈত্র জানান, “ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। প্রধান শিক্ষককে শোকজের বিষয়টি সমাধান করে দেওয়া হবে।

স্থানীয়রা বলছেন, শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, সেই ‘সুশীলন’ এনজিওর বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত এবং সরকারি তহবিলের অর্থ লোপাট ও অনিয়মের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

গাংনীতে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে পচা ডিম ও পাউরুটি দেওয়ার সত্যতা মিলেছে: তদন্তে

অভিযোগ প্রমাণিত

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার সত্যতা পেয়েছে তদন্ত কমিটি। তদন্তে সরবরাহকৃত ১৩৩টি ডিমের মধ্যে ২০টি ডিম পচা ও নিম্নমানের ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের পচা খাবার দেওয়ার ঘটনাটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বিষয়টি আমলে নিয়ে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেন। প্রতিমন্ত্রী কার্যালয়ের নির্দেশে গাংনী উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আসাদুদ্দৌলা ও এস এম জয়নুল ইসলাম সরেজমিনে তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

শুক্রবার (৩রা জুলাই) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোঃ তানভীর মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তদন্তে ১৩৩টি ডিমের মধ্যে ২০টি ডিম নিম্নমানের হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিষয়টি বিদ্যালয়ের অভিভাবক কমিটি ও খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান “সুশীলন”-এর নজরে আনার পর দ্রুত ত্রুটিপূর্ণ ডিমগুলো সরিয়ে নতুন ও মানসম্মত ডিম সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো ধরনের আপস করা হবে না। স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে মান নিয়ন্ত্রণে শূন্য সহনশীলতা (Zero Tolerance) নীতি অনুসরণ করা হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের আরও কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এদিকে স্থানীয় অভিভাবকরা অভিযোগ তুলেছেন, সাতক্ষীরার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’-এর সাথে যোগসাজশ এবং অবৈধ লেনদেনের কারণে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মৈত্র বিষয়টি জেনেও নীরব ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, অপরাধের দায় না নিয়ে উল্টো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে

এলাকায় শিক্ষক, অভিভাবক ও সচেতন মহলে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার দিনই জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করা হলেও সেই সময়ে তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

মেহেরপুরের মল্লিক পাড়াই আলামিন স্পোর্টসের উদ্বোধন

বিশ্বকাপ উপলক্ষে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিভিন্ন দেশের জাতীয় দল ও জনপ্রিয় ক্লাবের জার্সি সুলভ মূল্যে সরবরাহের লক্ষ্যে মেহেরপুরে যাত্রা শুরু করেছে আলামিন স্পোর্টস।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের মল্লিকপুকুর এলাকায় ফিতা কেটে দোকানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

দোকানটির স্বত্বাধিকারী মো. আল আমিন জানান, বিশ্বকাপ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলের জার্সির পাশাপাশি জনপ্রিয় ক্লাবগুলোর জার্সিও তাঁর প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে। ক্রেতাদের জন্য মানসম্মত পণ্য সুলভ মূল্যে সরবরাহের চেষ্টা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বকাপের উন্মাদনায় ফুটবলপ্রেমীদের পছন্দের জার্সি সহজলভ্য করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস সামগ্রী বিক্রির পরিধি আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী, ক্রীড়াপ্রেমী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রশিবিরের হেল্প ডেস্ক

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর পৌর শাখার উদ্যোগে ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে হেল্প ডেস্ক পরিচালনা করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পৌর কলেজে এ হেল্প ডেস্ক বসানো হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম, জেলা সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, পৌর সভাপতি মো. কামরুল ইসলাম নাহিদ, পৌর সেক্রেটারি হাসানুজ্জামান, কলেজ সেক্রেটারি আমির হামজা এবং সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের জন্য ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় পানি, কলম, ঔষধ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

এ সময় নেতৃবৃন্দ পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন এবং বলেন, শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে মানবিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাত্রশিবিরের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ। পরীক্ষার্থীরা এ সেবামূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে ৩ যুবকের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে মাদক সেবনের সময় স্থানীয়দের হাতে আটক তিন যুবককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। গতকাল

বুধবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন এ দণ্ডাদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাফানিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাগর আলী (২০), পিতা: রবিউল ইসলাম; শিলন আলী (২৪), পিতা: মৃত ইসমাইল হোসেন এবং জাহিদ (১৯), পিতা: আক্তারুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কসবা গ্রামের যুবসমাজ নিজ এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধে নজরদারি বাড়িয়েছিলেন। গতকাল রাত আনুমানি ১১.৩০ ঘটিকার সময় ওই যুবকদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয়রা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন বলে নিশ্চিত হয় গ্রামবাসী।

পরে সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা ধাওয়া করে একপর্যায়ে তাদের আটক করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে কসবা গ্রামের রাসেল আহম্মেদ জানান মাদকে রুখতে আমরা যুব সমাজ বদ্ধ পরিকর সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাতে একজন যুবকের গতিবিধি সন্দেহ জসক হলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পাই এবং সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে আমরা তাদের ধরে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেয় পরে তাদের ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।

খবর পেয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মের্শেদ চৌধুরী বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে আজ এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও আজ বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে এইচএসসি, এইচএসসি (বিএম), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও আলিম মিলিয়ে মোট ৪ হাজার ৯৮৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সাধারণ এইচএসসি পরীক্ষায় জেলার ৮টি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছেন ৩ হাজার ৯১৭ জন পরীক্ষার্থী।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্রে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ৭৬৯ জন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পৌর ডিগ্রি কলেজ, এআরবি কলেজ ও যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের মোট ৫৪৭ জন এবং পৌর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের মোট ৫৫৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট ৬৫০ জন, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ৪৮৯ জন এবং বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৪০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছেন। এছাড়া মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ১১৭ জন এবং মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ২৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় জেলার ৩টি কেন্দ্রে মোট ৬৭০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ২০৮ জন, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রে ৪১৭ জন এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪৫ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন।

এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ২টি কেন্দ্রে মোট ২৪০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ১৭০ জন এবং মুজিবনগর সরকারি

টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৭০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

অন্যদিকে, আলিম পরীক্ষায় জেলার একটি কেন্দ্রে মোট ১৫৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। কবি নজরুল ইসলাম শিক্ষা মঞ্জিল কেন্দ্রে জেলার ছয়টি মাদরাসার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন।

পরীক্ষা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। জেলা সদরের কেন্দ্রগুলোতে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিটি কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের পাশাপাশি কেন্দ্র কমিটি, হল সুপার ও কক্ষ পরিদর্শকদের মাধ্যমে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ বছর সারা দেশে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন পরীক্ষার্থী। বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবারের পরীক্ষা।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সায়েন্স প্রজেক্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎ

জাতীয় পর্যায়ে স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে

সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আয়োজনে ‘স্মার্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেম’ প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

দেশব্যাপী ৮ হাজার ২৯টি স্টলের মধ্য থেকে বাছাই করে ৫৪৬টি প্রজেক্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। পরে জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত ১০১টি প্রজেক্টের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়। প্রতিযোগিতায় ৭২ নম্বর প্রজেক্ট হিসেবে অংশ নিয়ে দিনব্যাপী উপস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

গতকাল ঢাকা থেকে বিজয়ী দলটি মেহেরপুরে পৌঁছালে আজ সকালে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় বিজয়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল এবং সন্ধানী সংস্থার কো-অর্ডিনেটর জাকি আল মুহতানাক।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী তিন শিক্ষার্থী ও দুই গাইড শিক্ষককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, “তোমাদের এই বিজয় শুধু মেহেরপুর জেলার নয়, এটি সমগ্র দেশের গর্ব। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দেবে। তাই নতুন নতুন আইডিয়া ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের খুব ভালোবাসেন। তোমাদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে দেশের কল্যাণে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার এ ধরনের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে আমি আশা করি।”

উপাচার্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, “মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষার্থীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই মেধা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে জেলা যত উন্নত, তার পেছনে রয়েছে সেই জেলার মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।”

তিনি বিজয়ী শিক্ষার্থী ও গাইড শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং তাদের অনুভূতির কথা শোনেন।

বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত মেধাবী উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রযুক্তির কল্যাণে তারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

শেষে তিনি বলেন, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যেকোনো প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সবসময় প্রদান করা হবে।